সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৭
WEEKLY BOOKLET:257

ফয়যানে শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رحمة الله عليه

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার শান ৪
দাজ্জালের প্রতি সবচেয়ে কঠোর কে? ৭
ফোরাত নদীর ধনভান্ডার ১৩
আল্লাহ পাকের রহমত লাভের মাধ্যম ২৮

উপস্থাপনায়
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া রিসার্চ সেন্টার
দা'ওয়াতে ইসলামী
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাদেরীয়তের আকাশে আলোকিত উজ্জল নক্ষত্র

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করে আমাদের উপর অনেক বড় দয়া করেছেন। মনে রাখবেন! জাহির ও বাতিনকে শারীরিক ও রূহানী অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও পরিছন্ন করা, নফসে আম্মারা এবং শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য পীরে কামিলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া খুবই জরুরী, অন্যথায় অভিশপ্ত শয়তান ও নফসে আম্মারার ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব, বুযুর্গানে দ্বীনেগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن শুরু থেকেই পীর মুরীদি করে আসছেন। তরীকতের সিলসিলায় কাদেরীয়া সিলসিলার শান এমন, যেমন গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে পাক অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামের উপর। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে কাদেরী পরিবার সকল পরিবারের মধ্যে উত্তম, কেননা হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আউলিয়াগণের মধ্যে উত্তম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৬৮) اَلْحَمْدُ لِلّٰه সিলসিলায়ে কাদেরীয়া সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ ও পরিচিতি হওয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় তরীকতের সিলসিলা। ১৫তম শতাব্দীর সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রযবীয়া মহান বুযুর্গ হলেন আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। তাঁর অনেক বুযুর্গ থেকে প্রসিদ্ধ চারটি সিলসিলায় বাইয়াত করানোর অনুমতি খেলাফত অর্জিত কিন্তু তিনি তাঁর মাধ্যমে মুরীদ হওয়া ব্যক্তিদের হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই মুরীদ বানিয়ে থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর মাধ্যমে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় মুরীদ হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা কয়েক কোটি। আমীরে আহলে সুন্নাত হলেন সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া

www.dawateislami.net

যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়ার ৪১তম বুযুর্গ আর এই সিলসিলায় তাঁর এই সম্পর্ক ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাধ্যমে হয়ে পীরানে পীর, পীর দস্তগীর সায়্যিদী হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পর্যন্ত এবং তাঁর মাধ্যমে হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হয়ে মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাধ্যমে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে। এই পুস্তিকা কাদেরীয়া সিলসিলার **১৩তম** বুযুর্গ হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক জীবনির উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পুস্তিকার জন্য আরবী, উর্দূ ও ফার্সীর প্রায় ৫০টিরও বেশি কিতাব থেকে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। জন্ম ও ওফাত শরীফ ইত্যাদির ব্যাপারেও সহজলভ্য আরবী উৎসের উপর নির্ভর করে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নিরীক্ষণ করানোর পর এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের বর্তমানকার কোন ভিডিও বা ছবি পাওয়ার আশায় বাগদাদ শরীফেও যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি, তবে তাঁর মাযার শরীফের সাথে সম্পর্কীত একটি ছবি পাওয়া গেছে যা অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে কাদেরী হওয়ার মতো সৌভাগ্যে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অটলতা দান করুক এবং দুনিয়া ও আখিরাতে হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার গোলামী নসীব করুক।

জামিলে কাদেরী সো জান সে হো কুরবান মুর্শিদ পর,
বানায়া জিস নে তুঝ জেয়সে কো বান্দা গাউসে আযম কা

(কাবালায়ে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

সালামান্তে

মুহাম্মদ তাহের আত্তারী মাদানী عُفِیَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

ফয়যানে শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رحمۃ اللہ علیہ

আত্তারের দোয়া: **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"ফয়যানে শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رحمۃ اللہ علیہ"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়যান দ্বারা ধন্য করো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউসে গাউসে পাক رضی اللہ عنہ এর প্রতিবেশিত্ব দান করো। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কবর আযাবের একটি কারণ (জিহ্বার অসতর্কতা)

হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? বললেন: আমি ভয়ঙ্কর অবস্থার শিকার হয়েছি, মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর আমি বলতে পারছিলাম না, আমি মনে মনে খেয়াল করলাম যে, হয়তো আমার শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয়নি। এমন সময় আওয়াজ এলো: "দুনিয়ায় জিহ্বার অহেতুক ব্যবহারের কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে।" এবার আযাবের ফিরিশতা আমার দিকে অগ্রসর হলো। এমন সময় একজন সুবাসিত নূরানী বুযুর্গ আমার ও আযাবের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো আর তিনি আমাকে মুনকার নকীরের

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলীর উত্তর স্মরন করিয়ে দিলেন এবং আমি সেভাবেই উত্তর দিয়ে দিলাম, তখন আযাব আমার কাছ থেকে দূরীভূত হয়ে গেলো। আমি সেই বুযুর্গকে আরয করলাম: **"আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুক! আপনি কে? বললেন: আমি হলাম ঐ ব্যক্তি, যাকে তোমার **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর আমাকে প্রত্যেকটি বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। (আল কওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা)

তোমহারা নাম মুসিবত মে জব লিয়া হোগা
হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গেয়া হোগা

(যওকে নাত, ৫১ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সাহায্য করার জন্য যখন কবরে দরূদে পাক আসতে পারে তবে সাহেবে দরূদ, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনইবা আসতে পারবেন না! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ হলো:

মে গোর আন্ধেরী মে ঘাবড়াওঙ্গা জব তনহা
ইমদাদ মেরী করনে আ'জানা মেরে আক্বা
রওশন মেরী তুরবত কো লিল্লাহ শাহা করনা
জব নযআ কা ওয়াক্ত আ'য়ে দীদার আতা করনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার শান

তরীকতে কতিপয় প্রসিদ্ধ বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সিলসিলা রয়েছে, যেমন; সিলসিলায়ে কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া ইত্যাদি। কিন্তু মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে শুরু হওয়া সায়্যিদী ও মুর্শিদী, হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাদেরী সিলসিলা নিজেই নিজের উদাহরন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউসে পাকের শান বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের নাতের কিতাব **"হাদায়িকে বখশীশ"** এ লিখেন:

ইয়ে চিশতী সোহরাওয়ার্দী নকশবন্দী
হার এক তেরী তরফ মায়েল হে ইয়া গাউস

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া ১৩তম বুযুর্গ

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়ার **১৩তম** বুযুর্গ হলেন হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ হাম্বলী বিন আব্দুল আযীয তামিমী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি ও তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল আযীয তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের যুগের

www.dawateislami.net

মহান বুযুর্গ, সূফী এবং অলীয়ে কামিল ছিলেন। শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক জন্ম ২২ রজবুল মুরাজ্জব ৩৪২ হিজরী শুক্রবার আসরের সময় ইয়ামেনে হয়। (তারিখে বাগদাদ, ১১/১৫, নম্বর ৫৬৭৭) পিতামাতার ইয়ামেনে বসবাসের কারণে তাঁকে ইয়ামেনিও বলা হয়, তাঁর উপনাম (কুনিয়ত) আবুল ফযল আর উপাধি যায়নুদ্দীন অর্থাৎ দ্বীনের সৌন্দর্য। তাঁকে তামিমী এই কারণে বলা হয় যে, তাঁর সম্পর্ক আরব শরীফের সম্মানিত গোত্র বনু তামিম এর সাথে ছিলো, এটা ঐ মুবারক গোত্র, যার সাথে মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্পর্ক রয়েছে, বনু তামিম আরবে ইসমাইলের বংশের অন্তর্ভূক্ত আর তামিম এই গোত্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩১৯-৩২০)

প্রিয় নবী ﷺ'র মুখ মোবারকে বনু তামিম গোত্রের শান

এই গোত্রটি কিরূপ শান ও মহত্বপূর্ণ যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বনু তামিম গোত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "তারা লালচে টিলা বা বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি ন্যায়। এর সাথে শত্রুতাকারী এর ক্ষতি করতে পারবে না।" কিছু লোক আরয করলো: বনু

www.dawateislami.net

তামিম কে? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** বনু তামিমের সাথে শুধু কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তারা বড় মাথা ওয়ালা, অধিক বুদ্ধিমান, অটল অবিচল, দাজ্জালের সাথে প্রচন্ডভাবে যুদ্ধকারী এবং শেষ যুগে সত্যের সাহায্যকারী হবে। (মুসনাদিল হারিস, ১/৯৪২, হাদীস ১০৩৯)

দাজ্জালের প্রতি সবচেয়ে কঠোর কে?

অপর এক বর্ণনায় সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি তিনটি কারণে বনু তামিমকে ভালবাসি, যা আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করতে শুনেছি: এই লোকেরা আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের উপর কঠোর হবে, তাদের সদকা আসলে তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: এটি আমাদের গোত্রের সদকা আর হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট বনু তামিমের একজন কানিয (অর্থাৎ খাদেমা) ছিলো, তার ব্যাপারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: একে আযাদ (মুক্ত) করে দাও, কেননা তারা হলো হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর। (বুখারী, ২/১৫৭, হাদীস ২৫৪৩)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: দাজ্জাল বের হওয়ার সময়

www.dawateislami.net

বনু তামিম অধিক সংখ্যক হবে, দাজ্জালের বিরোধীতা তারা সবচেয়ে বেশি করবে, এই বিরোধীতা তাদের ঈমানী শক্তির দলীল। জানা গেলো, কতিপয় মানুষের মহত্বের কারণে পুরো সম্প্রদায় মহত্বপূর্ণ হয়ে যায়, হোক সেই ব্যক্তিরা বর্তমানে থাকুক বা পূর্বে ছিলো কিংবা ভবিষ্যতে আসুক। এখানে তৃতীয় প্রকারের মহত্ব হলো, দাজ্জালের সাথে বিরোধীতাকারী তামিমীরা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে কিন্তু এই গোত্রের সম্মান, ভালবাসা এখন থেকেই। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী তামিমকে নিজের গোত্র ইরশাদ করেছেন, এই সম্পর্কের কারণে এর মহত্ব আরো বৃদ্ধি হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, স্বধর্মীয়, স্বদেশী, একই পেশাদার, স্বগোত্রীয়, স্বভাষী, একই উস্তাদের ছাত্র, একই পীরের মুরীদ, এদের সকলকে গোত্র বলা হয়। এখানে স্বদেশী বা স্বভাষী এর অর্থ দ্বারা গোত্র বুজানো হয়েছে, অন্যথায় বনী তামিম কোরাইশি হাশেমী নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩১৯)**

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় কল্যাণময় আলোচনা

বেহরে শিবলী শেরে হক দুনিয়া কে কুত্তো সে বাঁচা,
এক কা রাখ আব্দে ওয়াহেদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে।

(শাজারায়ে কাদেরীয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শব্দার্থ: বেহরে: ওয়াস্তে। শেরে হক: **আল্লাহ**র সিংহ। দুনিয়াকে কুত্তে: ধন সম্পদের লালসা। আব্দ: বান্দা। বে রিয়া: একনিষ্ট।

দোয়ামূলক পংক্তির সারাংশ: হে **আল্লাহ পাক!** আমাকে তোমার সিংহ হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় দুনিয়ার কুকুর (অর্থাৎ ধন সম্পদের লোভ) থেকে বাঁচাও এবং হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাকে এক দরবারের বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যাখ্যা: আব্দুল ওয়াহেদ এর অর্থ হলো এক **আল্লাহ**র বান্দা, অতএব আব্দুল ওয়াহেদ (এটি বুযুর্গের নাম) এর সাথে "এক করে রাখার" দোয়া প্রার্থনা করে এই মুনাজাত করা হয়েছে যে, উভয় বাক্যে "এক" এর অর্থ একই।

হাদায়িকে বখশীশে কল্যাণময় আলোচনা

হে আশিকানে আউলিয়া! ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের এক ফার্সী কালামে হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ইস্তিগাসা (অর্থাৎ ফরিয়াদ) করা হয়েছে:

শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ আরা হাম সুয়ে খোদা নুমা

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ হে আমাদের শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ! আমাদের পথকে "এক **আল্লাহ, যাঁর** কোন শরীক নেই" এর দিকে ফিরিয়ে দিন আর আমাদেরকে **তাঁরই** পথ দেখিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত পিতার জ্ঞানের মর্যাদা

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল আযীয বিন হারিস তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩১৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর উপনাম আবুল হাসান, তিনি হাম্বলি ওলামায়ে কিরাম এবং মহান সম্মানিত মানুষের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তিনি ইলমে ফরায়েয ও উসুল বিষয়ে কিতাবও লিখেছেন। ৩৭১ হিজরী যিলকাদাতুল হারাম মাসে তাঁর ইন্তিকাল শরীফ হয়। (তারিখে বাগদাদ, ১০/৪৬০,৪৬১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে আকর্ষনীয় বর্ণনা

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই হযরত আবুল ফারাজ আব্দুল ওয়াহাব তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

ছিলেন। তিনি ৩৫৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফের পর তিনি ফতোয়া দিতেন ও বয়ান করতেন, বাগদাদ শরীফের প্রসিদ্ধ মসজিদ জামে মানসুরে তাঁর হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা ও বয়ানের হালকা হতো। তাঁর একটি বর্ণনা নয়জন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বর্ণিত, যার মধ্যে সকল বর্ণনাকারীর পিতার উপনাম আব্দুল্লাহ ছিলো এবং শেষ বর্ণনাকারী সেই বর্ণনা হযরত মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪২৫ হিজরী রবিউল আউয়াল শরীফ মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন, তাঁর সাহেবজাদা (সন্তান) আবু মুহাম্মদ রিযকুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের পাশে সমাহিত করা হয়। (তাবকাতুল হানাবালা, ২/১৫৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভাতিজাও ফিকাহ'র ইমাম

www.dawateislami.net

হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাতিজা হযরত আবু মুহাম্মদ রিযকুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও নিজের সময়ের বড় হাম্বলি ওলামায়ে কিরামের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। খুবই ইবাদত পরায়ণ, বাকপটু ছিলেন। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার বয়ানের হালকাকে ৪৫০ হিজরী পর্যন্ত মসজিদ জামে মানসুরে অব্যাহত রাখেন অতঃপর সেই হালকা দারুল খেলাফা বাবুল মারাতিবে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বছরে চারবার রজব ও শা'বানের বরকতময় মাসে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের নিকট লাগানো হতো, যাতে অনেক মানুষ তাঁর বয়ান শুনার জন্য উপস্থিত হতো। (তাবকাতিল হানাবালা, ২/২১৪)

হাম্বলি ফিকাহ'র মহান ইমাম

ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব **"সিয়ারু আলামিন নুবলা"** এর মধ্যে লিখেন: হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ বিন আব্দুল আযীয বিন হারিস তামিমী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাম্বলি সিলসিলার ইমাম ও ফুকাহাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্মানিত পিতা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক খোরাসানি, আবু বকর নাজ্জাদ এবং

www.dawateislami.net

আহমদ বিন কামিল رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ থেকে হাদীসে পাক বর্ণনা করেন। তিনি হযরত কাযী আবু বকর বাকলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করতেন।[১]

(সিয়ারু আলামিন নুবলা, ১৩/১৭০-১৭১, নম্বর ৩৭৭৯)

জ্ঞানময় মর্যাদা

তিনি ইলমুল কালামের উপর একটি কিতাব লিখেন, যার নাম হলো "اِعْتِقَادُ الْاِمَامِ الْمُنَبَّلِ اَبِیْ عَبْدِاللهِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلْ" (এতেকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আবী আব্দিল্লাহি আহমাদাবনে হাম্বল), আল্লামা আহমদ বিন আলী খতিব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শানে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, তিনি "সাদুক" ছিলেন। ("সাদুক" হাদীস শাস্ত্রের একটি পরিভাষা)

(তারিখে বাগদাদ, ১১/১৫, নম্বর ৫৬৭৭)

ফোরাত নদী তার ধনভান্ডার খুলে দিবে

কাদেরীয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সনদে একটি বর্ণনা পাঠ করুন:

---

১. কিছু কিছু উর্দূ কিতাবে হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হানাফি লিখেছে আর কিছু আরবী কিতাবে তাঁকে হাম্বলি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আর অধিক প্রসিদ্ধ এটাই যে, তিনি হাম্বলি।

(তারিখে বাগদাদ, ১০/৪৬০। তাবকাতিল হানাবালা, ১/১৫২)

www.dawateislami.net

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْسَرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ، أُرَاهُ قَالَ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ يَا بُنَيَّ: فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ۔ (১)

(তারিখে বাগদাদ, ১৩/২৬৮, নম্বর ৭২২২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত যে, কিয়ামতের সন্নিকটে এরূপ হবে। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারক বলেন: এখানে পাহাড় দ্বারা উদ্দেশ্য

১. **অনুবাদ:** আমার সংবাদ দেয়া হয়েছে আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ বিন আব্দুল আযীয বিন হারিস তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন যে, মাদার বিন মুহাম্মদ আসাদী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন যে, আবু সালেহ থেকে হাদীসে পাক বর্ণনা করেছি এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফোরাত থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হয়ে আসবে, এতে লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করবে, তখন প্রতি এক'শ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন্য মানুষ নিহত হয়ে যাবে। হে আমার সন্তান! যদি তুমি ঐ যুগটি পাও তখন তুমি তাদের সাথে যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।

www.dawateislami.net

হলো: অসংখ্য স্বর্ণ, এই স্বর্ণের জন্য বিভিন্ন সম্রাজ্য যুদ্ধ করবে, সাধারন মানুষ লড়াই করবে। মোটকথা; স্বর্ণই হবে, যুদ্ধের মূল কারণ আর **আল্লাহ পাকের** আযাব হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এটাই আশা করবে যে, যদি এসবই আমার হয়ে যেতো, চলো ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি আর মানুষের সাথে লড়াই করে দেখি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/২৫৮)

ইয়াদ রাখো! ওহী বে আকল হে আহাম্মক হে জু
কসরতে মাল কি চাহাত মে মরা জাতা হে
আপনি উলফত কা মুঝে জাম পিলাদো সাকি
কলব দুনিয়া কি মুহাব্বত মে ফাঁসা জাতা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত খিযর عليه السلام এর সাথে সাক্ষাত

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام এর সহচর্য হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অর্জন হয়েছিলো, একবার হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে একটি খেজুর প্রদান করে দোয়া করলেন: তুমি আবদে ওয়াহেদ (অর্থাৎ এক **আল্লাহর** বান্দা) **আল্লাহ পাক** তোমার বয়সে বরকত দিক। (শরীফুত তাওয়ারিখ, ১/৬২৪)

www.dawateislami.net

বেহরে শিবলী শেরে হক দুনিয়া কে কুত্তো সে বাঁচা
এক কা রাখ আবদে ওয়াহেদ বে রিয়া কে ওয়াসতে

(শাজারায়ে কাদেরীয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের বাক্য দ্বারা কল্যাণময় আলোচনা

আমার প্রিয় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনেক সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত অর্জিত ছিলো, তিনি আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় বিভিন্ন তরীকতের সিলসিলার শাজারা লিপিবদ্ধ করেন। একটি শাজারা শরীফ তিনি সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় দরূদ শরীফের বাক্য দ্বারা লিখেন, তাতে তিনি কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া সিলসিলার **১৩**তম বুযুর্গ হযরত আবুল ফযল শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনা কিছুটা এভাবে করুন: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ اَبِى الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ التَّمِيْمِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ۔ (তারিখে শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ১০৯ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে তিনি যেই চিশতীয়া নিযামিয়া বারাকাতিয়া রযবীয়ার শাজারা মুবারাকা লিখেন, তাতে তাঁর ওসীলায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করেন:

এক নিগাহে লুতফ ও রহমত কা হোঁ মাওলা মুলতাজী
এক কা রাখ আবদে ওয়াহেদ বে রিয়া কে ওয়াসতে

(তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৫০৭টি কারামত

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কয়েকবার হারামাঈনে তায়্যিবাঈনে হাজিরী দেন। তবে বয়স মুবারকের অধিকাংশ সময় বাগদাদে মুয়াল্লায় অতিবাহিত করেন। তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারীতার প্রতীক ও অনেক বড় ইবাদতগুজার ছিলেন। তাঁর স্বভাব মুবারক হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতোই ছিলো, তিনি ফানাফিল মুর্শিদ (অর্থাৎ পীর ও মুর্শিদের স্মরণে ফানা) ছিলেন, তাঁর মাধ্যমে কাদেরীয়া সিলসিলা অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছে, অসংখ্য লোকেরা তাঁর কাছ থেকে বরকত লাভ করেছে। **"তাওয়ারিখি আয়েনায়ে তাসাউফ"** এ রয়েছে: তাঁর সত্তা থেকে ৫০৭টি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুন্নাতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দৃঢ়ভাবে আমল করতেন। (তাওয়ারিখি আয়েনায়ে তাসাউফ, ৩০ পৃষ্ঠা। শরীফুত তাওয়ারিখ, ১/৬২৪। তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

সুন্নাতের উপর আমল

হে আশিকানে রাসূল! বুযুর্গানের দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুবারক জীবন হলো সুন্নাতের প্রতিবিম্ব, কেননা কুরআনে করীমে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসওয়াতুল

www.dawateislami.net

হাসানাকে (মুবারক জীবন) আমাদের জন্য আদর্শ (Role Model) ঘোষনা করেছে। সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শায়খে শরীয়ত ও শায়খে তরীকত, সুন্নাতের আমলদার, সুন্নাতের আলিম, সুন্নাতের অনুসারী বরং সুন্নাতে **রাসূলের** উপর আমল করা এবং একে প্রসার করাই তাঁর পরিচিতি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর নেকীর দাওয়াতের বদৌলতে লাখো কোটি ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়েছে। **আল্লাহ পাক**! তাঁর ছায়া আমাদের মাথার উপর নিরাপত্তার সহিত সালামত রাখুক আর আমাদেরকে তাঁর ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করুক। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও আশিকে সুন্নাত এবং একনিষ্ট সুন্নাতের অনুসারী বানাও। আমীরে আহলে সুন্নাতের রাসূলের সুন্নাতের খেদমত সম্পর্ক জগতবাসী জানে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছি:

করোঁ বে লাওস খেদমতে সুন্নাতোঁ কি
শাহা গর লুতফ মুঝ পর আ'পকা হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খলিফা ও মুরীদীন

আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুবারক জীবনির বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করে হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলিফাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত আবুল ফারাহ ইউসুফ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনা পাওয়া যায় আর তিনি হলেন সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ১৪তম বুযুর্গ। তাওয়ারিখে আয়নায়ে তাসাউফ কিতাবে রয়েছে: তাঁর ১৫জন খলিফায়ে আসগর ও অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন ১৮জন। (তাওয়ারিখে আয়নায়ে তাসাউফ, ৩০ পৃষ্ঠা)

ওফাত শরীফ

আল্লামা আহমদ বিন আলী খতিব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার মহান বুযুর্গ, ইলম ও আমলের অনুসারী হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফ ৪১০ হিজরী সোমবার শরীফে যিলহজ্জের শেষ দিন (অর্থাৎ ২৯ বা ৩০ তারিখে) হয়েছে আর আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বলেছেন: যখন তাঁর জানাযা মুবারক আনা হলো তখন ৫০ হাজার মানুষ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন এবং সেইদিনই মাকবারায়ে বাবুল হারবে সিলসিলায়ে হাম্বলীয়ার

www.dawateislami.net

মহান বুযুর্গ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল আযীয তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের সাথেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(আর রওযুল বাসিম ফি তারাজিমি শুয়ুখুল হাকেম, ১/৬৫৪। তারিখে বাগদাদ, ১১/১৫, নম্বর ৫৬৭৭)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও হযরত আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর ব্যাপারে এটাও রয়েছে; তাঁদের মাযার শরীফ দজলা নদীর তীরে ছিলো, দজলা নদীতে প্লাবনের কারণে মাযার মুবারকের অংশ নদীর মধ্যে চলে গিয়েছিলো আর এখন এই মাযার মুবারকের যিয়ারত করা সম্ভব নয়।

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় মুরীদ হওয়ার বরকত

হে আশিকানে আউলিয়া! পীরে কামিলের মুরীদ হওয়াতে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারীতাই উপকারীতা আর সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার তো কথাই নেই! এই সিলসিলারই বুযুর্গ হলেন শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। তিনি আমলদার আলিম হওয়ার পাশাপাশি সদাচরনের অতুলনীয় উদাহরন। এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে তাঁর মুবারক সত্তা আমাদের জন্য **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত। ঐসকল

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন যারা এখনো কোন শর্তাবলী বিশিষ্ট কোন কামিল পীরের সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হননি, তারা এই মহান নেয়ামতকে গণিমত মনে করে এখনই আমীরে আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে, কেননা আমার মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে একটি অনেক বড় রেজিস্টার দেয়া হলো, যাতে আমার কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুরীদদের নাম লিখা ছিলো আর বলা হলো: এদের সকলকে তোমাকে সমর্পণ করে দেয়া হলো। তিনি বলেন: আমি জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: জাহান্নামে কি আমার কোন মুরীদও আছে? তিনি উত্তর দিলেন: না। গাউসে পাক رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ আরো বলেন: আমি আমার **প্রতিপালকে**র সম্মান ও মহত্বের শপথ করছি! আমার সহযোগীর হাত আমার মুরীদের উপর এমন, যেমন আসমান জমিনের উপর ছায়া দিয়ে আছে। যদি আমার মুরীদ ভাল নাও হয় তবে কি হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তো ভাল, আমি আমার **প্রতিপালকে**র সম্মান ও মহত্বের শপথ করছি! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার **প্রতিপালকে**র দরবার থেকে নড়বো না,

www.dawateislami.net

যতক্ষণ আমার এক একজন মুরীদকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে নিবো না। **আল্লাহ পাক** আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরীদদের এবং আমার বন্ধুদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাই যারাই নিজেকে আমার মুরীদ বলবে আমি তাকে কবুল করে আমার মুরীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিই এবং তার দিকে আমার দৃষ্টি রাখি। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

WhatsApp এর মাধ্যমে মুরীদ হয়ে যান

মুরীদ হতে বা অন্য কাউকে মুরীদ করানোর জন্য তাঁর নাম ও পিতার নাম এবং বয়স লিখে +৯২৩২১২৬২৬১১২ নম্বরে ওয়াটসআপ করুন। ❋ এই নম্বরে কল রিসিভ হয় না, শুধুমাত্র টেক্সট লিখে বিস্তারিত পাঠিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পংক্তি

হযরত শায়খ আব্দুল আযীয তামিমী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর শানে লিখিত অনেক ফার্সী পংক্তিতে বিভিন্ন উপাধীর মাধ্যমে তাঁর ওফাতের নিশ্চিত তারিখ বর্ণনা করা হয়েছে।

জনাবে আব্দুল ওয়াহেদ শায়খে আকবর
কেহ রওশন বুদ হাম চুঁ মাহে আনওয়ার

www.dawateislami.net

চুঁ যিঁ আ'লম বাফেরদাউসে বরীঁ রফত
তু গোয়ী মাহে দিঁ যের যমিঁ রফত
তারিখে বিসালে আঁ গরমী
বগো "পীরে অলীউল্লাহ নামী!"
৪২৫ হিঃ
শানু তারিখ তরহিলিশ তু আয মান
কে মিগর দু ইয়াঁ আয "শাহে আহসান"
৪২৫ হিঃ
বুসিলে আ'নজনাবে রেহবরে দীঁ
নিদা আ'মদ কেহ "হাদী নাসির দীঁ"
৪২৫ হিঃ
চুঁ আ' মাহে জাহাঁ আন্দর জানাঁ শুদ
বুসিলিশ নূরে হাক্কানী ইয়াঁ শুদ
চুঁ তারিখে বিসালে উঁ ইয়াঁ করদ
যবা নম "সৈয়্যদে আরিফ" বয়াঁ করদ
৪২৫ হিঃ
বহক চুঁ গাশত যিঁ আ'লমে বিসালিশ
নদা শুদ "আরিফে দ্বীন" আসত সালিশ
৪২৫ হিঃ
খুরদ সাল বিসালিশ চু গেহের সফত
বর সুরুর শাহ আ'লম জিন্দাহ শুদ আসত
ইয়াঁ তারিখে উ চুঁ মাহে গুফতম!
বেহর এক "শাহে আলী জাহ" গুফতম
৪২৫ হিঃ
আজব তারিখে বিসালে উ ইয়াঁ আসত
বগু সুরুর কেহ "ওয়াসিল মেহেরবাঁ" আসত
৪২৫ হিঃ

(তারিখে মাশায়িকে কাদেরীয়া রযবীয়া বারাকাতিয়া, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ফার্সী পংক্তিগুলো উর্দূ অনুবাদ

জনাবে আবদুল ওয়াহেদ শায়খে আকবর
জু রওশন থে জেয়সে মাহে আনওয়ার
জব ইস আ'লম সে ওহ ফেরদৌসে বরী চলা গেয়া
তো গোয়া দ্বীন কা চান্দ যেয়রে যমিঁ চলা গেয়া
উন হযরত কি তারিখে বিসাল মে
তুম কহো "পীরে ওলীউল্লাহ নামী"
৪২৫ হিঃ

উন কি তারিখে রেহলত তু মুঝ সে সুন
জু "শাহে আহসান" সে জাহির হোয়ী হে
উস রেহবরে দ্বীন হযরত কে বিসাল মে
নিদা আয়ি কেহ "হাদী নাসিরে দ্বীন"
৪২৫ হিঃ

জব ওহ মাহে জাহাঁ জান্নাত কে আন্দর গেয়া
উস কে বিসাল সে নূরে হাক্কানী ইয়াঁ হুয়া
জব উন কি তারিখে বিসাল কো ইয়াঁ কিয়া
মেরী যবাঁ নে "সৈয়্যদে আরিফ" বয়াঁ কিয়া
৪২৫ হিঃ

ইস আ'লম সে জা'কর হক সে জব হুয়া উন কা বিসাল
নিদা হোয়ী "আরিফে দ্বীনি" হে আ'প কা সাল
৪২৫ হিঃ

আকল সে উন কা সাল ও বিসাল মোতী কি তরহা নিকালা
খুশি সে "শাহ ওয়াহেদ জিন্দা দিল" কাহা
৪২৫ হিঃ

চান্দ কি তরহা জাহির উন কি তারিখ মে নে কাহি
হার এক সে "শাহ আলী জাহ" কাহি
৪২৫ হিঃ

www.dawateislami.net

আজব উন কি তারিখে বিসাল ইয়াঁ হে
কাহো সুরুর কেহ ওয়াসিলে মেহেরবাঁ হে

১৪তম শায়খে তরীকত

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার ১৪তম বুযুর্গ হলেন হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খালিফা হযরত শায়খ আবুল ফারাহ ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি ছিলেন যুগের কুতুব এবং মহান আউলিয়ায়ে কিরামের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর মুবারক নাম ইউসুফ, উপনাম আবুল ফারাহ, উপাধী আলাউদ্দিন এবং রাহাতুল মুসলিমনি ছিলো। তিনি উচ্চ মর্যাদা ও শানের মালিক ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতার মুবারক নাম আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলো। অধিকাংশ জীবনির কিতাবে তাঁর জন্ম শরীফের সাল পাওয়া যায়নি কবে একটি স্থানে ১৫ রবিউল আউয়াল ৪০৭ হিজরী লিখা রয়েছে। তারতুস শহরে জন্ম এবং তাঁর পিতামাতার আবাসস্থলের সাথে সম্পর্কীত করে তাকে তারতুসী বলা হয়।

শান ও মহত্ব

হযরত শায়খ আবুল ফারাহ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ইবাদতগুহার ও **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসাকারী

www.dawateislami.net

বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর দুনিয়ার প্রতি একেবারেই আগ্রহ ছিলো না। তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত শায়খ আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে খেলাফতের খেরকা (আলখেল্লা) পরিধান করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ফয়যানকে সারা পৃথিবীতে প্রসার করেন। সম্মানিক পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর থেকে ফয়েয অর্জন করেন এবং হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরও বরকতময় সহচর্য অর্জন করেন।

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় কল্যাণময় আলোচনা

বুল ফারাহ কা সদকা কর গম কো ফারাহ, দেয় হুসনে সাআদ

শব্দার্থঃ বুল ফারাহঃ খুশি সম্পন্ন। ফারাহঃ খুশি। হুসনঃ মঙ্গল ও কল্যাণ। সাআদঃ সৌভাগ্য।

দোয়ার পংক্তিটির সারমর্ম

হে **আল্লাহ পাক**! তোমাকে শায়খ আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওয়াসেতা দিচ্ছি, আমার দুঃখকে খুশিতে পরিবর্তন করে দাও।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

চমৎকার তথ্যাবলী

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার এই পংক্তিটির সৌন্দর্য হলো: যেই বুযুর্গের উপাধী উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর উপযুক্ততা অনুসারে দোয়া প্রার্থনা করা হযেছে, যেমন; "আবুল ফারাহ" এর ওসীলা প্রদান করে ফারাহ অর্থাৎ খুশি প্রার্থনা করা হয়েছে। নাম ও উদ্দ্যেশ্যে এই সম্পর্ক রয়েছে যে, উভয়ের মধ্যেই "ফারাহ" শব্দটি রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭০০টি কারামাত

শরীফুত তাওয়ারিখে রয়েছে: তাঁর সত্তা থেকে প্রায় ৭০০ কারামত বর্ণিত আছে। ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফার্সী শাজারায় লিখেন:

বে ফারাহ রা বিল ফারাহ তারতুসীয়া ইমদাদ কুন

অনুবাদ: হে আবুল ফারাহ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আমার মতো অসুখীকে খুশি দান করে আমাকে সাহায্য করুন।

তাঁর মুবারক সিলসিলা তাঁর প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত আবুল হাসান হাক্কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাধ্যমে পরিচালিত হলো আর হযরত আবুল হাসান হাক্কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার ১৫তম বুযুর্গও।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত লাভের মাধ্যম

হযরত শায়খ আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে এই ওযীফাটি ৮০বার পাঠ করবে, তবে তার উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হবে, সেই ওযীফাটি হলো:

يَارَءُوْفُ اَنْتَ الَّذِىْ لَاتَرُدُّ الْمُحْتَاجِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنَ مَحْرُوْمًا مِّنْ بَابِهٖ

অনুবাদ: হে ঐ **দয়ালু সত্তা**! যিনি মুখাপেক্ষীদের ও অসহায়দেরকে নিজের দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়না। **(শরীফুত তাওয়ারিখ, ৬২৮ পৃষ্ঠা)**

তু ওয়ালী হে হার বে'কস কা তু হামি কে হার বে'বস কা
হার এক কে লিয়ে দর তেরা খোলা سُبْحٰنَ الله سُبْحٰنَ الله
ইয়ে সালিকে মুজরিম আয়াহে অউর খালি ঝুলি লায়া হে
দেয় সদকা রহমতে আল কা سُبْحٰنَ الله سُبْحٰنَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত শরীফ

৩রা শা'বানুল মুয়াযযম ৪৪৭ হিজরী তাঁর ইন্তিকাল শরীফ হয়। তাঁর মাযার শরীফ তারতুসে অবস্থিত। সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরূদ শরীফের বাক্য দ্বারা লেখা

www.dawateislami.net

শাজারা শরীফে আমাদের এই পীর ও মুর্শিদের মুবারক আলোচনা কিছুটা এভাবে করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى
الشَّيْخِ اَبِي الْفَرَجِ الطَّرْطُوْسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

হাদায়িকে বখশীশে এক স্থানে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহে আলে রাসূল হযরত আবুল হুসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে একটি মানকাবাত লিখেছেন, এতে হযরত শায়খ আবুল ফারাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসীলায় কিছুটা এভাবে আরয করেন:

বুল ফারাহ কেলিয়ে ফারাহ দেয় দেয়
গম নে ঘেরা হে আহমদে নূরী

অর্থাৎ হে আহমদ নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আমাকে দুঃখ ঘিরে আছে আপনি হযরত আবুল ফারাহ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাকে খুশি দান করে দিন।

মুঝে দোনোঁ আলাম কি খুশিয়াঁ আতা হোঁ
মিটা দেয় যামানে কে গম ইয়া ইলাহী

اٰمين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

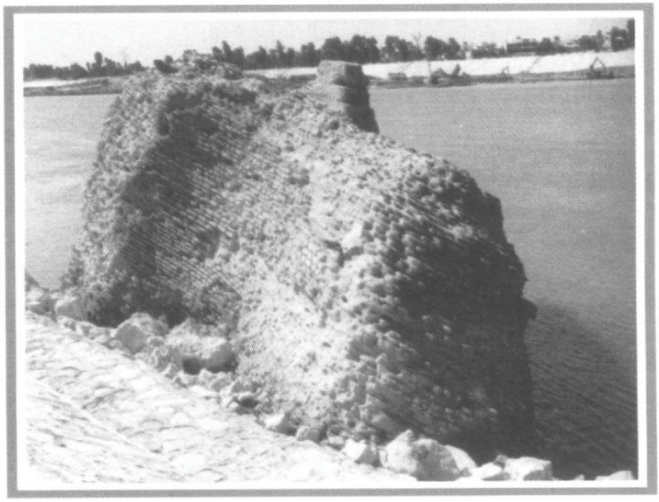

হযরত আবুল ফযল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী বাগদাদী رحمۃ اللہ علیہ এর মাযারের অংশবিশেষ

হযরত শায়খ আবুল ফারাহ ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ তারতুসী رحمۃ اللہ علیہ এর মাযার মুবারক

www.dawateislami.net

বনী তামিম আমার সম্প্রদায়

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী তামিমকে নিজের গোত্র (সম্প্রদায়) ইরশাদ করেছেন, এই সম্পর্কের কারণে এর মহত্ব আরো বৃদ্ধি হয়ে গেছে। মনে রাখবেন যে, স্বধর্মীয়, স্বদেশী, একই পেশাদার, স্বগোত্রীয়, স্বভাষী, একই উস্তাদের ছাত্র, একই পীরের মুরীদ, এদের সকলকে গোত্র বলা হয়। এখানে স্বদেশী বা স্বভাষী এর অর্থ দ্বারা গোত্র বুঝানো হয়েছে, অন্যথায় বনী তামিম কোরাইশি হাশেমী নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩১৯)**

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net